প্রশ্ন ঃ সমাজবিজ্ঞানের ধ্রুপদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন ।

উ ঃ প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রসমূহ ঃ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের উল্লেখও আবশ্যক। ভারতবর্ষে পুরাণ-উপনিষদ এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসূহে বিভিন্ন সামাজিক তত্ত্ব ও সমস্যাদির অবতারণ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্যসমূহ এবং বৈশিষ্ট্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আবশ্যক। কারণ এগুল সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্যাদির এক সমৃদ্ধ আধার হিসাবে বিবেচিত হয়।

ভিকো ও মন্টেস্কু ঃ ইতালী ও ফ্রান্সে সমাজ সম্পর্কিত বিষয়টা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ইতালীর ভিকো ও ফ্রান্সের মন্টেস্কুর রচিত 'The Sprit o Laws' গ্রন্থে মানব সমাজের উপর জলবায়ু ও অন্যান্য বাহ্যিক উপাদানের প্রভাব প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখেছেন।

অগাস্ট কোঁত ঃ ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁতকে সমাজতত্ত্বের আদি গুরু বলে বিবেচনা করা হয়। সমাজতত্ত্বের আলোচনা বিষয়ের পরিধি এবং পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোঁতকেই পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মানুষের জ্ঞানের প্রকৃতি অনুসন্ধানের ব্যাপারে এই ফরাসি দার্শনিকই সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই সমাজের একটি বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তিনি প্রথমে আলোচ্য, বিজ্ঞানীটির নামকরণ করেছিলেন 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' বা 'সামাজিক শারীরবৃত্ত' অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি সমাজতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

স্পেনসার ও মিল ঃ বিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্বের আলোচনা এবং অধ্যয়ন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। স্পেনসার তাঁর রচনায় সমাজতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সমাজতত্ত্ব আলোচনায় স্পেনসারের দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন কোঁতের ব্যাপক সমাজতত্ত্বকে নির্দিষ্টতা প্রদান করেছে। বস্তুত স্পেনসার ছিলেন একাধারে বিবর্তনবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতত্ত্বকে তিনি সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ব্যক্ত করার বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের সমকালীন মূল্যবোধ ও ধারণার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি জৈব মতবাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অব্যাহত। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে সামাজিক বিষয়বস্তু পর্যালোচনার ক্ষেত্রে স্পেনসারের জীববিজ্ঞানমূলক ব্যাখ্যার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিশিষ্ট আর একজন সমাজবিজ্ঞানী হলেন এমলি ডুর্খাইম। এই ফরাস সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। সমাজতত্ত্ব গবেষণা্য চিন্তধারার বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান অস্বীকার করা যায় না। ডুর্কেহাইম সমাজের গঠন, সামাজিক বিবর্ত, মানুষের সহজাত প্রকৃতি, সমাজতত্ত্ব প্রবর্তনের সম্ভবনা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্ক চিন্তাভাবনা করেছেন।

ম্যাক্সওয়েবার আধুনিক সমাজতত্ত্ব আলোচনায় সুস্পষ্ট এবং গঠনমূলক মতবাদের অবতারণ করেন। সমাজতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একান্ত অপরিহার্য। এ বিষয়ে ওয়েবার ছিলেন স্থিরনিশ্চিত। সামাজিক পদ্ধতি সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এছাড়াও অন্যান্য জার্মান দার্শনিকের নাম সমাজতত্ত্ব আলোচনায় জনপ্রিয়তা লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী থকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। গিসবার্টের মত সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু আলোচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

শুক্রাচার্যের নীতশাস্ত্র নীতিবিজ্ঞানের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক রাজনীতি প্রভৃতি সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হল অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও আইনের অত্যন্ত বাস্তববাদী ও শুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে সমাজতত্ত্বে আলোচনা ও অধ্যয়ন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিককালে সমাজব্যবস্থা বিশেষভাবে জটিল। সেক্ষেত্রে এদের সুদূরপ্রসারী ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ঃ সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করুন। আলোচনা করুন।

উঃ মানুষের সামাজিক জীবনধারা বহুমুখী। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার এক একটি দিক দিয়ে স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমাজবিজ্ঞানের বহুমুখী ধারা, সমস্যাদিও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সুশঙ্খলভাবে পর্যালোচনার তাদিগ ও উদ্যোগ থেকেই। সমাজতত্ত্ব হল অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সামাজিক বিজ্ঞান। বাটমোর (T.B. Bottomore) Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন– ".....Sociology is a modern science, not much more than a centrury old." সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজত্ত্ব নিতান্তই নবীন।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ ঃ আধুনিক সমাজতত্ত্বে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। বিদ্যাভূষণ ও সচদেব মন্তব্য করেছেন– '.....two other ba sic methods of scientific investigation, observation and comparison, are radily available to the sociologist and he uses then all the time." বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে প্রত্যক্ষ ও সরজামিন তদন্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অনুধ্যান প্রভৃতির ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল বিচার, তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি–প্রকরণ এখানে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজতত্ত্বে

এখন শুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণার পরিবর্তে সামাজিক বিষয়সমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ, সূচসংখ্যা ও পরিসংখ্যার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ, তথ্যভিত্তিক তদন্ত ও সমীরণের রীতি অধিকমাত্রায় দেখা যায়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঃ সমাজতত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য হল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মানবসমাজের পর্যালোচনা করা। সমাজের কোনোরকম বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করা সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সমাজতত্ত্বমূলক অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। সমাজতত্ত্বের একমাত্র অভিপ্রায় হল মানবসমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা।

সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তি ঃ সমাজতত্ত্বের আলোচনার মানবসমাজের বিভিন্ন অংশকে বিশ্লিষ্ট করা হয়ে থাকে। তারপর সাজের বিভিন্ন অংশের সঠিক স্বরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উদঘাটন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুত সমর্থনসূচক বিভিন্ন ঘটনা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া সমাজ কোনোরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং সমাজতত্ত্ব সহজেই বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবী করতে পারে।

মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনা ঃ সমাজতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ আলোচনা করেন। আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশের সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত মুল্যবোধ বা ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। সমাজ তত্ত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও তথ্যাদির সমাবেশ ঘটে। বস্তুত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে কোন বিচার-বিশ্লেষণ সত্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে না।

সমাজতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ঃ বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত অনুসারে সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি একেবারে অনিশ্চিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সমাজতত্ত্বের আলোচনা বিষয়বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। আবার নীতির তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে প্রাকৃতিক বা সামাজিক তথ্যের সঠিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের দাবী সঙ্গত ঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের তুল্যমূল্য আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তবনির্ভর, যুক্তি-সাপেক্ষ, নীতি ও তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রমাণিত একটি বিষয়। জ্যোর্তিবিদদের মতো আলোচ্য বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

উপসংহারে বলা যায়, সমাজতত্ত্বকে তথ্যভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর, অভিজ্ঞতানির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ, বর্ণনাত্মক ও ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ একটি স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের উত্থান নিয়ে আলোচনা করুন। অথবা সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

উঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান হিসাবে গড়ে ওঠার পিছনে কতকগুলি বিষয় সহায়ক উপাদান হিসাবে পরিচয় হয়েছে। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতির প্রেরণা, প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশজনিত প্রেরণা। রবার্টসন এর অভিমত অনুসারী উপরিল্লিখিত তিনটি বিষয়ই পৃথক একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিল্পবিপ্লব ও শিল্পায়ন ঃ সমাজতত্ত্বের সৃষ্টির সপক্ষে শিল্পবিপ্লবের সহায়ক ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। শিল্পবিপ্লব সম্ভূত ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথমে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। শিল্পবিপ্লব সমগ্র ইউরোপব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন প্রক্রিয়া জন্ম দেয়। মানবসভ্যাতার ইতিহাসে আগে কখনও এত ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রয়া পরিলক্ষিত হয়নি। এ রকমই এক পরিস্থিতি-পরিমন্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে।

শিল্পায়নের কারণে পরিবর্তন ঃ শিল্প-বিপ্লবের সুবাদে কল-কারখানায় উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন প্রভৃতির প্রভাবে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় এক ধরনের অব্যবস্থা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। আগেকার ক্ষুদ্রায়নের কুটির শিল্পসমূহের জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে বৃহদায়তন বিশিষ্ট ভারী শিল্পকারখানা। ব্যাপক হারে ও আয়তনে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন শুরু হয়। আগেকার সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনধারার পরিবর্তে জটিল প্রকৃতির শহুরে জীবনধারার সূত্রপাত ঘটে। নতুন নতুন শিল্পকারখানা ও আধুনিক প্রযুক্তি সমূহ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিমন্ডলের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। শিল্পায়ন মধ্যযুগীয় মতাদর্শ বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অপসারিত করে, বা সে সবের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণে মানব সভ্যতার গতিমুখটি বদলে যায়।

নগরায়ণের কারণে পরিবর্তন ঃ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৃষিজীবীরা গ্রামাঞ্চল ছেড়ে দলে দলে শহরমুখী হয়। শহরের শিল্পাঞ্চলগুলিতে এসে কলকাখানায় কাজ নেয়। অনভ্যস্ত ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাদের কাজ করতে হয়। শহরের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অভাবিতভাবে বাড়তে থাকে। শহরাঞ্চলগুলিতে এক 'হযবরল' পরিস্থিতি-পরিমন্ডলের সৃষ্টি হয়। রাজন্যবর্গের এবং অভিজাত শ্রেণির অবসান ঘটতে থাকে। ধর্মের নৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। নতুন গড়ে ওঠা শিল্প-নগরীগুলিতে সামাজিক সমস্যাদি আকারে-প্রকারে বাড়তে থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঃ শিল্পায়ন প্রতিক্রিয়া পরিণামে ইউরোপীয় সমাজের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে । এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি-পরিমন্ডলের সম্যক পর্যালোচনার উদ্যোগে আয়োজনের কারণে স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। সমকালীন বিশিষ্ট সামাজিক চিন্তাবিদ্‌রা মানবসমাজ সম্পর্কিত পৃথক একটি সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে অগাস্ত কোঁত, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, সমাজের প্রকৃতি ও সমস্যাদি সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য সমাজকে নিয়েই একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান 'সমাজবিজ্ঞান' প্রয়োজন। এই সমাজবিজ্ঞানই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানের সন্ধান দেবে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতির প্রেরণা ঃ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের উপনিবেশ বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হত এই সমস্ত ঔপনিবেশিক সরকারকে। বহু ও বিদেশি জনসম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতি ঔপনিবেশিক শাসকদের বৌদ্ধিকভাবে বিপন্ন করে তোলে। এই সমস্ত বিদেশি শাসকরা এক ধরনের বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই চ্যালেঞ্জ সমকালীন সামাজিক বিজ্ঞানীদের শাসনে হাজির হয়। দুনিয়া জুড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জনসম্প্রদায় বা মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র রকমের সামাজিক আচার-আচরণ, লোকাচার-লোকনীতি মানবসমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। যেমন, সর্বত্র সামাজিক পরিবর্তনের হার সমান নয় কেন ? কিছু কিছু জনগোষ্ঠী বা সমাজ অন্যদের থেকে অধিক অগ্রসরপ্রাপ্ত কেন ? বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ? সমাজ সম্পর্কিত এই প্রশ্নের উত্তর সম্বলি তথ্যাদি অপরিহার্য। প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাবের অনুসন্ধান সূত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিকাশজনিত প্রেরণা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের অভাবিত অগ্রগতি সম্পাদিত হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের প্রশংসনীয় সাফল্য বেশ কিছু সমাজবিজ্ঞানীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। ভৌত বিজ্ঞানীদের পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে প্রবল প্রবণতা সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ভৌত বিজ্ঞানীদের উপায়-পদ্ধতি প্রাকৃতিক জগতে যদি সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে থাকে এবং প্রাকৃতিক জগতের যাবতীয় ভৌত উপাদান সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য ভৌত বিজ্ঞানীর পন্থা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে। অগাস্ত কোঁত, হার্বার্ট স্পেনসার, এমিল ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ সমকালীন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্তোষজনক বক্তব্য ব্যক্ত করেন। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে দেখাতে সক্ষম হন যে, মানবসমাজের বিষয়াদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পন্থা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের উত্থান নিয়ে আলোচনা করুন। /আধুনিক নৃবিজ্ঞানের উত্থান নিয়ে আলোচনা করুন।

উঃ **নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে গভীর সংযোগ ঃ** সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বা নৃবিদ্যা হল দুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান। এ দুটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচ্য শাস্ত্র দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। আলোচনার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যগত বিচারে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। এই কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপন্ন করা সহজ ব্যাপার নয়। বটোমার-এর অভিমত অনুসারে, 'আলোচ্য শাস্ত্র দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে,গোড়ার দিকে এই সম্পর্ক ছিল অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ। তার ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই উভয় বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের রচনাকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হত না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বটোমোর, টাইলর, স্পেনসার, ওয়েস্টমার্ক প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের রচনার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হোয়েবেল-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। The Law of Primotive Man শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "Sociology and Social Anthropology are, in their broadest sense, one and the same." অনেকে আবার সামাজিক নৃতত্ত্বকে সমাজতত্ত্বেরই অংশ হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। আবার কারোবার L. Karoeber) নামেক এক চিন্তাবিদ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বকে যমজ বোন হিসাবে অভিহিত করেছেন।

নৃতত্ত্বের বুৎপত্তিগত অর্থ এবং নৃতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের ব্যাপকতা ঃ নৃতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Anthropology'। এই ইংরেজি শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দের সমাহারে এই দুটি গ্রী শব্দ হল 'Anthropos' এবং 'Logos'। 'Anthropos' শব্দটির অর্থ 'Man' বা মানুষ এবং 'Logos' কথাটির অর্থ হল 'Study' বা আলোচনা। সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থে নৃতত্ত্বের অর্থ হল মানুষের বা মানবজাতির আলোচনা। নৃবিদ্যার আলোচনার বিষয় হল আদিম মানুষের শরীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি। অনুরূপভাবে মানবজাতিত্ত্ব (Enthnology)-হল নৃবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ নৃতত্ত্বের আলেচনাক্ষেত্রের পরিধি বিশেষভাবে প্রসারিত। আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নৃতত্ত্ব তিনটি অংশে বিভক্ত। নৃতত্ত্বের এই তিনটি অংশ হল ঃ শারীরিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology), (২) সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) এবং (৩) সামাজিক নৃতত্ত্ব (Social Anthropology)।

আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য ঃ সামাজিক নৃবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হল আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশীলন করা এবং মানব সংস্কৃতির উদ্‌বর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সমগ্র জীবনধারা ইতিবৃত্ত হল সামাজিক নৃতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত। সামাজিক নৃতত্ত্বের গুরুত্বপূণ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, পারিবারিক প্রথা-প্রকরণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে আবার সমাজবদ্ধ মানুষই হল সমাজতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজের অন্তর্ভূক্ত মানুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূরে সামগ্রিক আলোচনাকে বোঝায়।

সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্যার বিষয়বস্তু বহুলাংশে সমগোত্রীয়। নৃবিদ্যা মানবজাতির জীবনধারার ইতিবৃত্ত ও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই নৃবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

নৃতত্ত্বের উপর সমাজতত্ত্বের নির্ভরশীলতা ঃ সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানবসমাজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তুলনামূলক আলোচনা করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি নৃবিদ্যার আলোচ্যবস্তুর ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই উত্তরণের একটা ধারাবাহিকতা আছে। বস্তুত সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্‌বর্তন বা সামাজিক বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের, আবার বর্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের আলোচনা অবান্তর। স্বভাবতই সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অতীতের সামাজিক সংগঠনে কথা বলতে হয়। এবং এ বিষয় তাঁরা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিককালের সমাজতত্ত্বদ্‌গিণ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদদের অনুকরণে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে অগ্রসর হন। নৃবিদ্যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল 'মানুষ'। আবার বহু মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সমাজের এবং এই সমাজ হল সমাজতত্ত্বের মুখ্য বিষয়। সুতরাং এ দিক দিয়ে বিচার করলে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পরস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে এই চিন্তাবিদ আরও বলেছেন ঃ "...the research done by Malionwski has proved valuable to sociology."

সমাজতত্ত্বের উপর নৃতত্ত্বের নির্ভরশীলতা ঃ সমাজতত্ত্বের কাছে নৃতত্ত্বের ঋণকেও অস্বীকার করা যায় না। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নৃতত্ত্ববিদদের সাহায্য করে। মরগ্যান প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ ও তাঁর অনুগামীরা আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক ধারণা থেকে। নৃতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ। সমাজবদ্ধ মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচয় পেতে হলে সমাজতত্ত্বের আলোচনা-অনুশীলনকে অনুসরণ করা আবশ্যক। সুতরাং সমাজতত্ত্বের উপর নৃতত্ত্বের নির্ভরশীলতাও অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ঃ নৃততত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পার্থক্য লিখুন।

উ ঃ উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান ঃ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এই দুটি শাস্ত্রের মধ্যে বহু ও বিভিন্ন সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বটোমোর-এর অভিমত অনুসারে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে গোড়ার দিকে এই সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। কালক্রমে নৃততত্ত্বে ক্রিয়াবাদ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত হয়। তারপর আলোচ্যশাস্ত্র দুটি পরস্পরের থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বটোমোরে মতানুসারে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে প্রযুক্ত প্রত্যয়গুলিকে বা উভয় শাস্ত্রের বাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যে, আলোচ্যবিদ্যা দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। যাই হোক,সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১) আলোচনার বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ঃ মুখ্য উপজীব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। নৃতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ। তবে-নৃতত্ত্বের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সাধারণত আদিম অবস্থার অশিক্ষিত মানুষের উপর। আদিম মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক আলোচনা নৃবিদ্যার মূল উপজীব্য বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অক্ষর পরিচয়হীন আদিম মানুষের পৌরাণিক কথা, বিভিন্ন সংস্কার, রীতিনীতি, কলা-কৌশল বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। অপরদিকে সমাজতত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয় হল অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুশীলন ও বিচার বিশ্লেষণ। সুতরাং আলোচ্য শাস্ত্র দুটির মধ্যে বিষয়বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে বটোমোরের অভিমত বিশেষভবে প্রণিধানযোগ্য।

২) আলোচনার এলাকাগত পার্থক্য ঃ বিষয়বস্তুগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের এলাকাগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য সমাজকে সাধারণত সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের প্রবণতা নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ বিষয় বা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা করা হয় সমগ্র একটি সম্প্রদায় অথবা দেশের বৃহত্তর পটভূমিতে। অপরদিকে আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিশেষ পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ উদ্যোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৩)গবেষণার পদ্ধতিতে পার্থক্য ঃ গবেষণা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এই দুটি শাস্ত্রের অনুশীলন ও গবেষণার পদ্ধতি পৃথক। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিজতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নৃবিদ্যায় বিষয়বস্তুর গবেষণা ও অনুশীলন-কার্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। নৃবিদ্যায় ঐতিহাসিক তথ্যাদি আছে। এই কারণে এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অচল। কিন্তু সমাজতত্ত্বের আলোচনায় এ কথা খাটে না। কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা প্রধানত প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল। সমাজতত্ত্বের গবেষণা সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং তা নিয়মমাফিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়।

৪) গবেষণার ক্ষেত্রের পরিধির ব্যাপারে পার্থক্য ঃ গবেষণা পদ্ধতির পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্যের কারণে আলোচ্য শাস্ত্র দুটির গবেষণাক্ষেত্রের পরিধির ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের অনুশীলনকার্য

ও গবেষণাকে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। কারণ গবেষণাকার্যের ক্ষেত্রে তাঁদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে। এই কারণে ব্যাপক-ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়।

৫) আলোচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি সাধারণত অতীতে সমাজের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই কারণে তাদের অত্যাচারী বলা যেতে পারে। তাঁদের আলোচনায় থাকে প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক সমাজজীবনের কথা। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে এ রকম কোন প্রস্তাব থাকা সম্ভবও নয়। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণ বর্তমান সমাজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের আলোচনায় বর্তমান সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে। এই কারণে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বর্তমান সমাজের পথিকৃৎ হিসাবে অভিহিত করা হয়। তা ছাড়া সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ও কর্যাকলাপের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাদি সম্পর্কে সম্ভাব্য বিভিন্ন রকম প্রস্তাবের উল্লেখ থাকে।

বটোমোরের মতানুসারে উন্নয়নশীল অনেক দেশের সমাজই হল প্রকৃতপক্ষে কৃষিভিত্তিক সমাজ। এ ধরনের সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত উদাহরণ হল ভারতবর্ষ। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মত নৃতত্ত্ববিদরাও বিশেভাবে সক্রিয়। এই প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বটোমোরে আরও অভিমত হল যে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে গভীর সংযোগ-সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে মার্কসীয় মতবাদের অবদানও অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিকালে মার্কসীয় চিন্তাধারা প্রসারে অনুকূল প্রভাব এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায়না। এই প্রভাবেরই পরিণতি হিসাবে আধুনিক কালের সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে 'উৎপাদন পদ্ধতি'র ন্যায় কতকগুলি ধারণা সম্পর্কে আলোচনার আগ্রহ দেখা যায়।

নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের শাখায় পরিণত হতে পারে ঃ অর্থনৈতিকক্ষেত্রে আধুনিককালের অগ্রগতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান-অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রমশ অভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগেকার আদিম মানুষের ছোট ছোট সম্প্রদায়সমূহ বর্তমানে সভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসছে। আধুনিক সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে এবং বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নৃতত্ত্বের পক্ষ্যে স্বাতন্ত্র্য একটি শাস্ত্র হিসাবে নিজের পৃথক অস্তিত্ব অব্যাহত রাখা অসম্ভব। অনেকের অভিমত অনুসারে নৃতত্ত্বের এখন সমাজতত্ত্বেরই অন্যতম একটি বিশেষীকৃত শাখায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষভাবে বর্তমান।

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে ঃ বটোমোরে অভিমত ঃ নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক বিষায়াদি ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে এবং আলোচ্য শাস্ত্র দুটির মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে। বটোমোর বলেছেন– 'সাম্প্রতিককালে এই দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে নতুন করে আবার নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠছে।' আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসাব অধিকাংশ অক্ষর পরিচয়হীন আদিম মানবগোষ্ঠীর উপর পড়ছে। এই প্রভাবকে এই সমস্ত মানবগোষ্ঠী অস্বীকার করতে পারে না। তাদের আদিম স্বাতন্ত্র্য সভ্য-সমাজজীবনের সংস্পর্শে আসার পর এখন কার্যত উবে যাওয়ার মুখে। আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমানে বিপন্ন। কারণ এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের উপর পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন আধুনিক কলাকৌশল, বৃহত্তর সভ্য মানবগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বহুবিধ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার চাপকে অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে নৃবিদ্যার স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর অভাব অচিরেই দেখা দেওয়ার আশঙ্কা বর্তমান। বটোমোরে অভিমত অনুসারে 'এক সময় উপজাতীয় সমাজকে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসাবে নির্দেশ করা হত। বর্তমানে সেগুলির অধিকাংশের অস্তিত্ব মোটামুটি বিলুপ্ত। আবার একদা উন্নত-সমাজ সম্পর্কে অনুশীলন-অনুসন্ধানের অধিকার ছিল সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের একচেটিয়া। কিন্তু বর্তমানে তাও আর নেই।